গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৮.২০১৪-

তারিখঃ ---------- খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সিকদার, ক্রেডিট সুপারভাইজার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে কুমিল্লা জেলাধীন চান্দিনা উপজেলায় কর্মকালীন (১৭-৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৫-৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) ৫২ জন ঋণীর নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে আদায়কৃত মোট ৩,০১,৪৪৭/- (তিন লক্ষ এক হাজার চারশত সাতচল্লিশ) টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা না দিয়ে আত্মসাত এবং আত্মসাত প্রচেষ্টা ধামাচাপা দেয়ার অভিপ্রায়ে ঋণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, চালান ও সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারের বিভিন্ন পাতায় ঘষামাজা, কাটাছেড়া, ওভাররাইটিং এবং পূর্ববর্তী দফায় গৃহীত ঋণের ৪৪,২২০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অত্র দপ্তরের ১৬-৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ৩৫৭ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৬-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি তার অভিযোগ স্বীকার, এবং অধিকাংশ টাকা জমা প্রদান করেছেন মর্মে জানান এবং তিনি তার কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু ঋণের আত্মসাতকৃত অধিকাংশ টাকা ইতোমধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়েছেন সেহেতু, তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের মত পর্যাপ্ত উপাদান আর নেই। তবে তার কৃত কর্ম একটি গর্হিত অপরাধ, যা অসদাচরণের পর্যায়ভূক্ত। এ ধরণের কাজের পুনরাবৃত্তি রোধে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন না;

৪। যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, নথিপত্র এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক আসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২) বিধি মোতাবেক লঘু দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) ধারার বিধান মতে ক্রেডিট সুপারভাইজার জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সিকদার-এর ০১(এক)টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিতকরণ দন্ড আরোপ করা হলো;

খ) উপ-পরিচালক, যুব উন্নযন অধিদপ্তর কুমিল্লা এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, চান্দিনা, কুমিল্লা এর যৌথ স্বাক্ষরে আত্মসাতকৃত ঋণের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে; তার নিকট পাওনা অবশিষ্ট টাকা পরবর্তী ০৩(তিন) মাসের মধ্যে অভিযুক্ত কর্মচারী সরকারী কোষাগরে জমা প্রদান করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি উক্ত টাকা জমাদানে ব্যর্থ হলে পরবর্তী মাস হতে সমান ০৬(ছয়)টি কিস্তিতে উক্ত টাকা তার মাসিক বেতন হতে আদায়যোগ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৮.২০১৪- ৩৮

তারিখঃ ৭.১২.১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

০১। পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কুমিল্লা।
০৩। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন/আইসিটি),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, চান্দিনা, কুমিল্লা।
০৫। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,চান্দিনা, কুমিল্লা-কে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরোপিত শাস্তি তার চাকুরি বহিতে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ এবং পত্রের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে অনুরোধ করা হলো।
০৬। জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সিকদার, ক্রেডিট সুপারভাইজার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,চান্দিনা, কুমিল্লা।
০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৮। অফিস কপি/গার্ড ফাইল ।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)

Shahidul/E:Realse-297